আজব প্রশ্নের-আজব উত্তর

যে প্রশ্নে মাথা খুলে

মুফতী হারুন রসূলাবাদী
চেয়ারম্যান, ইসলাম প্রচার সংস্থা বাংলাদেশ
মুদাররিস, আনন্দপুর দারুল উলূম মাদরাসা, সাভার, ঢাকা
পরিচালক তাবলীগে দ্বীন মাদরাসা, গেণ্ডা, সাভার, ঢাকা

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

লেখকের কথা

মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া, যিনি মানব জাতিকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও মেধাশক্তি দান করে ধন্য করেছেন। লাখো দুরুদ ও সালাম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর।

বহুদিন ধরেই একটি বিষয় মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল, কিভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাশক্তি আরো প্রখর করে তোলায় সহায়তা করা যায়। শেষ পর্যন্ত হৃদয়ে জাগ্রত হলো, ফিকহের ধাঁধা নিয়ে কিছু একটা লিখি। কেননা, এতে ছাত্র-ছাত্রীদের জটিল জটিল মাসআলাও জানা হবে এবং মেধাশক্তির প্রখরতাও বৃদ্ধি পাবে। শেষ পর্যন্ত ২০০২ সালে *প্রশ্ন কঠিন-উত্তর সহজ* নামে প্রকাশ হলো বক্ষ্যমাণ বইটি। দেখতে দেখতে অল্প ক'দিনেই শেষ হলে গেল এর সকল কপি। বইটি আরো বর্ধিত কলেবরে ছাপানোর জন্য বিভিন্ন মাদরাসা ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা আবেদন জানাল। কিন্তু বিভিন্ন ব্যস্ততায় তা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। শেষ পর্যন্ত বারো বছর পর বইটি দ্বিতীয় সংস্করণে আবার পাঠক মহলে প্রকাশিত হয় এবং এবার বিশতম সংস্করণের মুখ দেখল।

বইটি লেখার পেছনে আমার কোনো পাণ্ডিত্য নেই। সব কিছু আমার শিক্ষক মহোদয়গণের জুতা উঠানোর বরকত। হে আল্লাহ! তুমি তাঁদের সকলকে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম করো। এরই সাথে আমার আব্বা-

আম্মা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সহপাঠী-সহকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী ও পাঠক-পাঠিকা সকলকেই উত্তম বদলা দান করো।

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। শত চেষ্টার পরও ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। যদি কোনো ভুল-ত্রুটি পাঠকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, তাহলে দয়া করে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের কবুল করুন। আমীন।

সূচি

- নামায সম্পর্কিত———— ৭
- নামাযের কিবলা সম্পর্কিত——১৪
- রোযা সম্পর্কিত———— ১৯
- পানি সম্পর্কিত———— ২১
- তায়াম্মুম সম্পর্কিত———— ২৮
- পাক-নাপাক সম্পর্কিত————৩১
- মুর্দা ও জানাযা সম্পর্কিত—— ৩৩
- হারাম বস্তু সম্পর্কিত———— ৩৪
- কুরবানী ও জবাই সম্পর্কিত— ৩৫
- বিবাহ সম্পর্কিত———— ৩৬
- তালাক সম্পর্কিত———— ৩৮
- বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত—— ৪১
- ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত—— ৪৩
- মিরাস সম্পর্কিত———— ৪৪

নামায সম্পর্কিত

প্রশ্ন : ঐ ব্যক্তি কে, যে সুন্দরভাবে অজু করে কেবলা মুখী হয়ে তাকবীর বলে নামায শুরু করেছে, তারপরও ফকীহগণের নিকট তার নামায শুরুই হয়নি এবং উক্ত তাকবীর দ্বারা নামায আদায় করায় নামায শুদ্ধ হয়নি বলে ধরা হবে। এটা কেমন করে হয়?

উত্তর : সে ঐ ব্যক্তি যে আশ্চর্য হয়ে অথবা সম্মানার্থে আল্লাহু আকবার (তাকবীর) বলে নামায শুরু করেছে। তাই তাকে নামায আরম্ভকারীর মধ্যে গণ্য করা হবে না। কেননা নামায শুরু করার জন্য তাকবীরে তাহরীমা শর্ত; অন্য তাকবীর হলে নামায শুদ্ধ হবে না।

প্রশ্ন : সে কোন ব্যক্তি, যে একাকী ফজরের নামায পড়েছে আর তার উপর তিনবার তাশাহহুদ পড়া জরুরি হয়েছে?

উত্তর : সে ঐ ব্যক্তি যার দাঁড়ানো অবস্থায় সন্দেহ জেগেছে, এটা কি প্রথম রাকাত নাকি দ্বিতীয় রাকাত? তাহলে এ ব্যক্তি এক রাকাতের পর বসবে এবং তাশাহহুদ পাঠ করবে, তারপর দাঁড়িয়ে আবার এক রাকাত আদায় করে বসে তাশাহহুদ পাঠ করে (ভুলের কারণে) সালাম ফেরাবে এবং সেজদায়ে সাহু করে আবার তাশাহহুদ ও দরুদ শরীফ পাঠ করে সালাম ফেরাবে।

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি দুই রাকাত নফল নামাযে ২০টি সেজদা দিয়েছে। তারপরও তার নামায হয়েছে বলে গণ্য হবে। এটা কেমন করে হলো?

উত্তর : সে দুই রাকাত নফল নামাযে পূর্ণ কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করেছে। ২ রাকাতে ৪টি সেজদা, আর তেলাওয়াতের ১৪টি সেজদা, ভুলের দরুন দুই সাহু সেজদা। সর্বমোট ২০টি সেজদা হয়েছে। এ কারণে তার নামায সঠিক হয়েছে।

প্রশ্ন : তিনি কোন ইমাম যার জন্য নামাযে কিয়াম, রুকু, সেজদা ইত্যাদি লম্বা করা হারাম?

উত্তর : তিনি ঐ ইমাম যিনি মুসল্লিদের রাকাত ও জামাত পাবার জন্য কিয়াম, রুকু, সেজদা ইত্যাদিতে দেরি করেন।

প্রশ্ন : এটা কোন নামায, যার মধ্যে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম উচ্চ আওয়াজে পাঠ করা সুন্নত?

উত্তর : প্রত্যেক ঐ নামায যার মধ্যে উচ্চ আওয়াজে কেরাত পড়া হয়, যদি ঐগুলো সূরায়ে নমল অথবা ঐ আয়াত যার মধ্যে বিসমিল্লাহি রাহমানির রাহীম রয়েছে।

প্রশ্ন : ঐ ব্যক্তি কে, যার নিকট পবিত্র পানি রয়েছে এবং পবিত্র মাটিও রয়েছে। তারপরও তার জন্য অজু এবং তায়াম্মুম ছাড়া নামায পড়া জায়েয আছে এবং এ নামায তার জন্য পরবর্তীতে দোহরাতে হবে না?

উত্তর : সে ঐ ব্যক্তি যার হাত পা উভয়টি কর্তিত এবং চেহারায় যখম। তার জন্য অজু এবং তায়াম্মুম ছাড়া নামায পড়া জায়েয আছে।

প্রশ্ন : সে কোন ব্যক্তি, যার শরীরে এমন কাপড় রয়েছে যার মধ্যে যখমের রক্ত লেগে আছে; আর তার নিকট পবিত্র কাপড়ও রয়েছে। আর সে পরিধান করার শক্তিও রাখে, তা সত্ত্বেও এ ব্যক্তি ঐ রক্তে ভেজা কাপড় দ্বারা নামায আদায় করল এবং নামায সহীহ হয়ে গেল। এটা কেমন করে হলো?

উত্তর : ঐ ব্যক্তি যদি এখন পবিত্র কাপড় পরিধান করে, তাহলে এখনই রক্ত লাগার কারণে কাপড় নাপাক হয়ে যাবে; এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির জন্য এ রক্ত মাখা কাপড় নিয়ে নামায পড়া জায়েয আছে।

প্রশ্ন : সে কোন ব্যক্তি, যে এক অজু দ্বারা দিন-রাত্রির নামায পড়ে নিয়েছে এবং সকল নামায হয়ে গেছে, শুধু ফজর নামায হয়নি?

উত্তর : ঐ ব্যক্তি যার রাতে গোসল ফরয হয়েছিল, কিন্তু গোসল করার সময় কুলি করা ভুলে গিয়েছিল। এ অবস্থায় সে ফজর নামায আদায় করে। তবে সূর্য উঠার পর সে পানি পান করেছে, যার দ্বারা তার সমস্ত মুখ ভিজে গেছে; তার পর সে অন্য নামাযগুলো পড়েছে। তাই ফজর ছাড়া বাকী নামায আদায় হয়ে গেছে। কারণ পানি পান করার দ্বারাও কুলি করার ফরজ আদায় হয়ে যায়।